

THE BUSINESS STANDARD

THURSDAY, JULY 16, 2020

[HEALTH](#)

TBS Report

11 July, 2020, 09:15 pm

46

SHARES

98% Dhaka city restaurants violate tobacco control law: Survey

People smoke more in non air-conditioned restaurants than in air-conditioned ones



Violation of the overall tobacco control law has been found in almost 98 percent restaurants surveyed in Dhaka city, reveals a study of Dhaka Ahsania Mission.

The survey by a non-government development organisation was conducted on 371 restaurants under the two city corporations of the capital in June last year.

Among them, 211 restaurants are in Dhaka north and the rest are in Dhaka south.

Only 54 of the restaurants surveyed had membership of the Bangladesh Restaurant Owners Association (BROA).

The survey findings were published on Saturday in a virtual programme jointly organised by the Dhaka Ahsania Mission and the BROA.

The survey also found people smoking at over 17 percent of the restaurants.

Besides, more people were smoking in non-air conditioned restaurants (nearly 40 percent) than in air-conditioned ones (about 5 percent).

Around 98 percent of the restaurants had no sign of a smoking-free zone, while only around two percent of eateries were found to have one, though customers were smoking there regardless.

There were more smokers (about 40 percent) in restaurants that were not Broa members.

"As restaurants are public places declared by the government, smoking is prohibited there. Although most people comply with the rule, political leaders, activists and even local administration employees smoke there," said Rezaul Karim Sarker Robin, secretary-general of Broa.

To complete the survey, a pre-census was conducted from February to March last year on the total number of restaurants in Dhaka city, said Sharmeen Rahman, senior programme officer of Dhaka Ahsania Mission.

According to the study, the total number of restaurants found was 5,869 under both the city corporations of Dhaka.

Meanwhile, around 35 percent of the restaurants did not have a trade licence.

BROA Secretary General Rezaul Karim said, "Having a trade licence from the city corporation is mandatory to open a restaurant. Besides, a permission letter from Broa is also compulsory but that has not been maintained properly."

The survey findings were presented by Md Mokhlesur Rahman of Dhaka Ahsania Mission while the programme was conducted by Syed Mohammad Andalib, office secretary of Broa.

<https://tbsnews.net/bangladesh/health/98-dhaka-city-restaurants-violate-tobacco-control-law-survey->

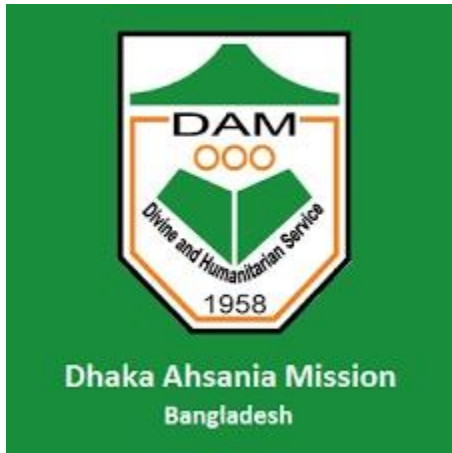
[104902?fbclid=IwAR0_zfcb_Q0FsKOeIf5XgIm_wna_q0_Zw0TFvWAWrsLyZ13zscRVVdA6xCo](https://www.facebook.com/104902?fbclid=IwAR0_zfcb_Q0FsKOeIf5XgIm_wna_q0_Zw0TFvWAWrsLyZ13zscRVVdA6xCo)

1. রাজধানীর প্রায় শতভাগ রেস্টোরাঁ মানছে না তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন : ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জরিপ

রাজধানীর প্রায় শতভাগ রেস্টোরাঁ মানছে না তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন : ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জরিপ

স্টাফ রিপোর্টার | প্রকাশের সময় : ১১ জুলাই, ২০২০, ৭:৫৯ পিএম

2Shares



তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না রাজধানীর প্রায় শতভাগ রেস্টোরাঁ। শনিবার (১১ জুলাই) বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে 'ঢাকা শহরের রেস্টোরাঁয় আইন বাস্তবায়নের চিত্র পর্যবেক্ষণ জরিপের ফলাফল ও ভবিষ্যত করণীয়' শীর্ষক এক অনলাইন সভায় জরিপের ফলাফলে এ তথ্য উঠে আসে। এতে বলা হয়, রাজধানীর প্রায় শতভাগ রেস্টোরাঁ

মানছে না তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অনুযায়ী রেস্তোরাঁ পাবলিক প্লেস এবং এই আইন অনুযায়ী রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত ও এ সংক্রান্ত সতর্কতামূলক নির্দেশিকা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। ২০১৯ সালের জুন মাসে ঢাকা আহুছানিয়া মিশনের তত্ত্বাবধায়নে 'ঢাকা শহরের রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের চিত্র পর্যালোচনা' জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরের রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসক, রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ, মালিক সমিতি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালনের প্রমাণভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করা।

ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার মোট ৩৭১টি (উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২১১টি এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১৬৬টি) রেস্তোরাঁয় এই জরিপটি পরিচালিত হয়। যার মধ্যে ২৪৫টি রেস্তোরাঁর ট্রেড লাইসেন্স আছে আর বাকী ১২৬টি রেস্তোরাঁর কোন ট্রেড লাইসেন্স নেই এবং ৫৪টি রেস্তোরাঁ বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সদস্য ও বাকী ৩১৭টি রেস্তোরাঁ সদস্য নয়। এই ৩৭১টি রেস্তোরাঁর ৯৮ শতাংশে সামগ্রিকভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের চিত্র উঠে আসে অর্থাৎ মাত্র ২ মতাংশ রেস্তোরাঁ যথাযথভাবে আইন বাস্তবায়ন করেছে। আরো দেখা গিয়েছে যে ৩৪ শতাংশ রেস্তোরাঁয় ধূমপানের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়, ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ রেস্তোরাঁয় সরাসরি ধূমপানের দৃশ্য দেখা যায়; ২৯ দশমিক ৪ শতাংশ রেস্তোরাঁয় সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ/ছাঁই দানি পাওয়া গিয়েছে এবং ২ দশমিক ৬ শতাংশ রেস্তোরাঁয় ধূমপানের গন্ধ পাওয়া গিয়েছে। ৯৮ শতাংশ রেস্তোরাঁয় আইন অনুযায়ী সতর্কতামূলক নোটিশ পাওয়া যায়নি এবং ৯২ শতাংশ রেস্তোরাঁয় কোন ধরনের সতর্কতামূলক নোটিশ পাওয়া যায়নি। জরিপে আরো প্রকাশ পায় যে, বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সদস্য রেস্তোরাঁয় ধূমপানের হার ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ এবং সদস্য নয় এমন রেস্তোরাঁয় ধূমপানের হার ৩৬ দশমিক ৯ শতাংশ।

২০১১ সাল থেকে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি ও ঢাকা আহুছানিয়া মিশন ধূমপানমুক্ত রেস্তোরাঁ গঠনে একত্রে কাজ শুরু করে এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সদস্য রেস্তোরাঁয় আইন লঙ্ঘনের হার তুলনামূলক কম। তবুও সদস্য রেস্তোরাঁও মানছেন আইনের ধারা ৮ প্রদর্শিত হচ্ছে না ধূমপানমুক্ত সতর্কতামূলক নোটিশ। মাত্র ৩ দশমিক ৭ শতাংশ রেস্তোরাঁয় প্রদর্শিত হচ্ছে আইন অনুযায়ী সতর্কতামূলক নোটিশ। যেখানে সদস্য নয় এমন রেস্তোরাঁর চিত্র আরো খারাপ, মানছে না আইন।

তাই আইনের শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা আহুছানিয়া মিশন বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির প্রতি কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরেন-তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে সকল সদস্য রেস্তোরাঁকে অবগত করা এবং এ বিষয়ে রেস্তোরাঁর মালিক ও কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সভা আয়োজন, বিভিন্ন উপকরণ প্রকাশ ও বিতরণ করা; রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনের জন্য নির্দেশনা প্রদান ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ; বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালনের শর্ত আরোপ করা এবং পালনের প্রতিবেদন প্রদান বাধ্যতামূলক করা; একটি মনিটরিং টিম গঠন, মনিটরিং ফরমেট তৈরি এবং তামাক আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিনিয়ত

মনিটর করা; সমিতির মাসিক/ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ ও এর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা সহ আরো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতি আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে জানান সভার সভাপতি। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব রেজাউল করিম সরকার রবিন এবং সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি খন্দকার রহুল আমিন। সভার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ তৌফিকুল ইসলাম খান এবং সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান। এছাড়াও সভায় বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন মিরধা বেলু এবং যুগ্ম মহাসচিব ইমরান হাসান। সভায় আরো অংশ নেয় রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির অন্যান্য সদস্যসহ অন্যান্য তামাকবিরোধী সংস্থার প্রতিনিধিরা। জরিপের তথ্য চিত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারি পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান। সভায় সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ আন্দালিব, প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতি।

<https://www.dailyinqilab.com/article/306892/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%81-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA>

প্রচ্ছদ বাংলাদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না ঢাকার শতভাগ রেস্টোরাঁ

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না ঢাকার শতভাগ রেস্টোরাঁ

কাগজ প্রতিবেদক

প্রকাশিত হয়েছে: জুলাই ১২, ২০২০, ১২:৩৫ অপরাহ্ন



ফাইল ছবি

ঢাকা শহরের রেস্টোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের চিত্র পর্যালোচনা' শীর্ষক এক জরিপে দেখা গেছে প্রায় শতভাগ রেস্টোরাঁ এই আইন মানছে না।

ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার মোট ৩৭১টি (উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২১১টি এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১৬৬টি) রেস্টোরাঁয় পরিচালিত এই জরিপে দেখা গেছে, ২৪৫টি রেস্টোরাঁর ট্রেড লাইসেন্স আছে আর বাকী ১২৬টি রেস্টোরাঁর কোন ট্রেড লাইসেন্স নেই। ৫৪টি রেস্টোরাঁ বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির সদস্য ও বাকী ৩১৭টি রেস্টোরাঁ সদস্য নয়। এই ৩৭১টি রেস্টোরাঁর ৯৮ শতাংশ সামগ্রিকভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের চিত্র উঠে আসে।

জরিপে আরো দেখা গিয়ে, ৩৪ শতাংশ রেস্টোরাঁয় ধূমপানের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়, ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ রেস্টোরাঁয় সরাসরি ধূমপানের দৃশ্য দেখা যায়; ২৯ দশমিক ৪ শতাংশ রেস্টোরাঁয় সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ/ছাঁই দানি পাওয়া গিয়েছে এবং ২ দশমিক ৬ শতাংশ রেস্টোরাঁয় ধূমপানের গন্ধ পাওয়া গিয়েছে। ৯৮ শতাংশ রেস্টোরাঁয় আইন অনুযায়ী সতর্কতামূলক নোটিস পাওয়া যায়নি এবং ৯২% রেস্টোরাঁয় কোন ধরনের সতর্কতামূলক নোটিশ পাওয়া যায়নি। জরিপে আরো প্রকাশ পায় যে, বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির সদস্য রেস্টোরাঁয় ধূমপানের হার ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ এবং সদস্য নয় এমন রেস্টোরাঁয় ধূমপানের হার ৩৬ দশমিক ৯ শতাংশ।

শনিবার (১১ জুলাই) বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতি ও ঢাকা আহুছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে এক অনলাইন আলোচনা সভায় জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব রেজাউল করিম সরকার রবিন এবং সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি খন্দকার রহুল আমিন। সভার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ তৌফিকুল ইসলাম খান এবং সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, ঢাকা আহুছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান। জরিপের তথ্য চিত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহুছানিয়া মিশনের সহকারি পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান। এছাড়া সভায় বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির নেতারা বক্তব্য দেন।

প্রসঙ্গত; ২০১১ সাল থেকে বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতি ও ঢাকা আহুছানিয়া মিশন ধূমপানমুক্ত রেস্টোরাঁ গঠনে একত্রে কাজ শুরু করে এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির সদস্য রেস্টোরাঁয় আইন লঙ্ঘনের হার তুলনামূলক কম।

এসআর

বিষয়: আইন ঢাকা তামাক নিয়ন্ত্রণ রেস্টোরাঁ

<https://www.bhorerkagoi.com/2020/07/12/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0>

[%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B/](#)

ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৬ জুলাই ২০২০

• **জাতীয়**

সংবাদ » জাতীয়

ঢাকার ৯৮ ভাগ হোটেল-রেস্তোরা তামাক আইন মানছে না

নিউজ আপলোড : ঢাকা, শুক্রবার, ০৩ জুলাই ২০২০
সংবাদ :

- নিজস্ব বার্তা পরিবেশক



ঢাকার ৯৮ ভাগ হোটেল-রেস্তোরা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না। শতকরা ২ ভাগ রেস্তোরা যথাযথভাবে আইন বাস্তবায়ন

করছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কতক পরিচালিত এক জরিপে এ চিত্র উঠে এসেছে।

ঢাকা শহরের রেস্তোরায তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাইয়ের জন্য ক্রস সেকশনাল পদ্ধতিতে দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৩৭১টি রেস্তোরায জরিপ চালানো হয়। এসব রেস্তোরার মধ্যে ১২৬টি রেস্তোরার ট্রেড লাইসেন্সই নেই বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। ২০১৯ সালের জুন মাস থেকে এই জরিপ করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান জরিপের ফলাফল তুলে ধরেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ৩৭১টি রেস্তোরার মধ্যে শতকরা ২ ভাগ রেস্তোরা যথাযথভাবে আইন বাস্তবায়ন করছে। আর ট্রেড লাইসেন্স আছে এমন রেস্তোরায আইন লংঘনের হার শতকরা ৩১ দশমিক ৪ ভাগ এবং ট্রেড লাইসেন্সবিহীন রেস্তোরায আইন লংঘনের হার শতকরা ৩৯ দশমিক ৭ ভাগ। এছাড়া ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুযায়ী ৪০*২০ সেন্টিমিটার জায়গাজুড়ে ধূমপান হতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ লেখা বিজ্ঞপ্তি সাঁটানোর নিয়ম থাকলেও ৯৮ ভাগ রেস্তোরায এ ধরনের কোনো সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যায়নি। আবার ৯২ ভাগ রেস্তোরায কোনো ধরনের সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তিও পাওয়া যায়নি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ৩৪ ভাগ রেস্তোরায ধূমপানের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া গেছে। আর ১৭ দশমিক ৩ ভাগ রেস্তোরায সরাসরি ধূমপানের দৃশ্যের পাশাপাশি ২৯ দশমিক ৪ ভাগ রেস্তোরায সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ-ছাঁই দানি পাওয়া গেছে। ২ দশমিক ৬ ভাগ রেস্তোরায কিছুক্ষণ অবস্থানকালে সিগারেটের গন্ধ পাওয়া

গেছে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় অবস্থিত রেস্তোরাগুলোর আইন লংঘনের হার ৩৩ দশমিক ২ ভাগ এবং দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় তা ৩৫ দশমিক ৬ ভাগ।

আইনের শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সিটি করপোরেশনের বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ রাখা, সব রেস্তোরা ট্রেড লাইসেন্সের আওতায় এনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালনের শর্ত আরোপ, নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, রেস্তোরা মালিক ও কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সভা আয়োজনসহ বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়।

<http://thesangbad.net/news/national/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%2B%E0%A7%AF%E0%A7%AE%2B%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%2B%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%2B%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%2B%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%2B%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87%2B%E0%A6%A8%E0%A6%BE-6919/>